

"আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক" दिवस-'98

১৪ অক্টোবর

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও গণমাধ্যম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

October 14, 1998

The Daily Star

Special Supplement



বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে ১৪ অক্টোবর ১৯৯৮ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হচ্ছে যখন আমি আনন্দিত। শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যার এবার বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সকল জেলা ও দুর্যোগপ্রবণ থানািসমূহে দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন ও সম্পদের মাঝে কত সার্থিত হয়। বিজ্ঞান সম্মত পূর্বপ্রস্তুতি ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আমাদের সরকার কার্যকরভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় লক্ষ্যে এ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা দুর্গত মানুষের পাশে থেকে তাদেরকে যথাযথ সেবা দানে দেশবাসীর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ বছর দিবসটির জন্য প্রতিপাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণ ও গণমাধ্যম। প্রাকৃতিক দুর্যোগনিবারণ ব্যবস্থায় গ্রহণে জনগণকে উৎসাহ করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিহার্য। আমরা জাতীয় পর্যায়ে হতে তৃণমূল পর্যায়ে সার্বিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় জন্য প্রত্যেকের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। পাশাপাশি দুর্যোগে জনগণের নিরাপত্তা অশ্রমের জন্য আরো অশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, দুর্যোগ সঙ্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগের বিষয়ক উত্তর করা হয়েছে। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবনকে বিপর্যস্ত হতে রক্ষা করতে ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা মনে করি গণমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ফল লাভ সম্ভব।

দেশের আপামর জনসাধারণ যদি নিজস্বের সামর্থ্য অনুসারে দুর্যোগ নিবারণে এগিয়ে আসেন তাহলেই দিবসটি পালন সার্থক হবে। দেশবাসীর প্রতি আমার উদাত আহ্বান আনন আমরা সবাই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষকে সচেতন করতে অবদান রাখি।

আমি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ১৯৯৮ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৭ সালে ভয়াবহ ও সর্বাঙ্গীণ বন্যার পরে ১৯৯৮ সালের বন্যা সর্বোচ্চে উঠার পরে এ বন্যা মোকাবিলায় সরকার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে।

দেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর পরিচালনায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রকল্পটি দেশে ইউনিয়ন হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মডেল তৈরি, প্রত্যন্ত এলাকার সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ প্রশমন, দেশে জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ, ইত্যাদি নিশ্চিত করবে। দুর্গত মানুষকে সার্বিক সহযোগিতা দানের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির সরকারী এই উদ্যোগে প্রশমনের দায়ী থাকি।

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার শিকার হয়েছে। সেই দুঃস্থ স্মৃতি নিয়ে আজ বিশ্ববাসীর সাথে বাংলাদেশে আমরাও "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক দিবস" উদযাপন করছি। এবারের বন্যার প্রেক্ষাপটে "প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণ ও গণমাধ্যম" অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনে জনগণের সচেতনতায় যে কোন বিরুদ্ধ নেই এ বাণী তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন একমাত্র গণমাধ্যমের হাতে সঞ্চারিত। আজ দিবসটি পালনের মাধ্যমে আমাদের গণমাধ্যমের ভূমিকা দুর্যোগ মোকাবিলায় আরো ব্যাপকতর হবে এই প্রত্যাশা পোষণ করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মুহাম্মদ সিরাজউদ্দীন আহমেদ
মহা-পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

DISASTER- 1998 Khabiruddin Ahmed Director (Planning), DMB

Introduction :

Cyclone, accompanied by storm surges, is considered to be the most fatal disaster in Bangladesh. The terrible cyclones of 1960, 1961, 1970, 1991, 1997 and 1998 bear testimony to this fact. The pains of the floods of 1967 and 1988 were almost healed up. But this year's devastating flood broke all previous records and brought untold suffering for us. Considered from the point of its magnitude and duration, the flood-1998 will go down in our history as most terrible and unprecedented in the present century. The flood started in July 1998 and prolonged even up to the second half of September, 1998. This long period is a period of great ordeal for us. Never in our history flood prolonged so long and aggravated the sufferings of the people so much. It seemed it had no end. Moreover there was incessant rainfall for days together. It rained and rained without any stoppage or break. All the major rivers of the country namely the Padma, the Meghna, the Brahmaputra & the Jamuna flowed above the danger level and the flow was alarmingly increasing every day. People felt helpless in the hand of nature. The embankments and bands were threatened. The road link with the capital was disrupted from all sides. The two-third of the country went under water. Dwelling houses, buildings, educational institutions, food godowns, hospitals, post offices, jails and all other establishments were washed away. Miles after miles there was no trace of land. The meadows and paddy fields looked like a vast ocean. The roads & highways having link with various parts of the country went under water. One could not distinguish which was village, which was haor and which was road or highway. There was water everywhere and all around. People ran for shelter, leaving behind their houses and valuables. Those who did not get shelters lived on embankment and high raised land under the open sky. Some lived on the roofs of the houses along with livestock. Men, women and children swimmeth through water to fetch drinking water, food, fuel and medicine. Thus the flood dominated the whole scene, and people virtually became captive.

Elaboration :

The People of Bangladesh have fought for their freedom and independence in the past. This time they had to fight against nature for their survival. Everyday flood water was increasing, but the people did not easily give in to catastrophic flood. They worked shoulder to shoulder with army, govt. officials, engineers and other experts to protect road, band and embankment. In some cases their attempts proved futile because of the devastating nature of the flood. But they succeeded in protecting the DND band from the threat of Shitolokhya and Buriganga. There were hundred breaches in the band and flood water started entering into the city. The people, assisted by army, departmental engineers and volunteers put sand bags in the breaches and repaired the band. Allah saved the Capital City from the colossal loss of life and property. The whole Capital City would have been under water within 2/3 hours in case the DND band would have collapsed. In the same way the Rajshahi Metropolitan city was saved from inundation by the untiring efforts of Army, BDR, Engineers, volunteers and people at large. Let me compare the flood-98 with some important floods in the past. The comparison is shown below :

Table Important Flood events in Bangladesh

Year	Area affected (Sq. Km)	Percentage of Country territory affected	Type of flood
1955	51,300	35	Severe
1963	44,000	30	High
1969	42,800	29.5	High
1970	43,750	31	High
1974	52,600	37	Catastrophic
1987	57,300	39	Catastrophic
1988	91,500	62	Catastrophic
1998	1,00,000	68	Catastrophic

High flood inundates more than 25 percent of area.
Severe flood affects about 35 percent of area.
Catastrophic flood affects more than 35 percent of area.
46.7 Million people were affected including 2329 deaths in 1988 flood.
32.5 Million people were affected including around 1000 deaths in 1998 flood.

The above comparison shows that the flood-98 was most devastating, inundating and affecting 68% of the area of the country although the number of deaths was much less than the number of deaths in 1988 flood. This is due to preparedness and public awareness. The Government thus deserves credit for handling the flood situation boldly and effectively.



বাণী

এ বছরের বন্যা দীর্ঘতম স্থায়ীত্বের জন্য হয়েছে নিকরবিহীন। এ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুরো দেশে লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সারা দেশের মানুষ, সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ, বিভিন্ন সংস্থা, সেমসেবী প্রতিষ্ঠান ও এন জি ও একযোগে কাজ করে যাচ্ছে দুর্গত জনগণের জোগাড়ি করতে। এতো কিছু সত্ত্বেও সময় লাগবে সব ক্ষতি পুণিয়ে স্বাভাবিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলতে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ঠেকানো সম্ভব নয় সত্যি, কিন্তু সার্বিকভাবে মোকাবিলা করা কঠিন নয়। এর জন্য দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানিক রূপদানসহ পূর্ব-প্রস্তুতির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি গণমাধ্যমের সর্গীষ্টিতা ও ভূমিকা পালনের গুরুত্ব রয়েছে অপরিহার্য। দুর্যোগ মোকাবিলায় গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়েছে সারা বিশ্বে। আজ বিশ্ব জুড়ে "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক দিবস" পালিত হচ্ছে। দিবসটির জন্য নির্ধারিত প্রতিপাদ্য হলো "প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণ ও গণমাধ্যম"। আজকের এ দিনটিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় গণমাধ্যমের সংগৃহীত নানা অগ্রগতি উপস্থাপিত হবে।

এবারের ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে ও আজ "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক দিবস" পালিত হচ্ছে। দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের গণমাধ্যম দুর্যোগ মোকাবিলায় আরেক নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক এই প্রত্যাশা রাখছি আন্তরিকভাবে।

দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আজাদ রুহুল আমিন
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

Causes of flood-1998 :

The post mortem of flood-1998 is yet to be carried out. But from the surettehal, we come to know the apparent causes of flood which gave death-blow to our life, property and national economy. The origins of our major rivers namely the Padma, the Jamuna & the Brahmaputra lie outside Bangladesh. From Meteorological Department, SPARRSO and news media we learnt that this year there was heavy rainfall in Nepal, Assam, Meghalaya, Bihar, West Bengal as well as in Bangladesh. Our rivers carried that rain water from the huge catchment area outside Bangladesh. The passage of flood water to the Bay of Bengal was delayed due to high tide and also due to rise of sea level in the form of tsunamis as a result of earthquake in the seabed on 9th and 10th August, although experts discarded such view. It is also presumed that during the crisis period there was repeated earthquake in the sea bed and this retarded the smooth flow of flood water into the sea. Run-off from catchment area and oozing out of underground water were also the possible causes of flood. The rivers and canals in our country have lost their retaining capacity because of lack of dredging for long. This is also one of the causes of flood-1998. It is expected that experts from home and abroad will study the real causes of flood-1998 in near future and make recommendations to government for remedial measures.

The Water Records :

The water of Buriganga and Shitolokhya was rapidly increasing day by day. In 1988, the height of water in Shitolokhya was recorded 6.85 metre while that of Buriganga was 7.58 metre.

Now let us have a look at the condition of the rivers around Dhaka on 10th September, 1998.

River (Monitoring point)	Danger level (Metre)	Yesterdays height (Metre)	Increase/ decrease (cm)	Above level (cm)	Forecast danger before 24 hours
Buriganga (Dhaka)	6.00	7.17	+13	117	+10
Shitolokhya (Narayangong)	5.50	6.91	+6	141	+
Turag (Mirpur)	5.94	7.90	+16	196	+11
Turag (Tong)	6.08	7.46	+10	138	+11
Kaligonga (Taraghat)	8.38	10.20	+2	182	-5

This year the maximum flow of water of the country was observed at Hardinge Bridge point. On September 7, 1998 the height of water at Hardinge bridge point was 15.6 metre. Earlier it was 15.4 metre on 24th August, 1910. The height of water at Hardinge bridge point surpassed the previous record of 1910 on 7th September last.

Date : 30-09-1998

1. Nos. of affected Districts	2. Nos. of affected Thanas	3. Nos. of affected Unions
52	366	3323
4. Nos. of affected People	5. Crop damage (In acre)	6. Nos. of houses damaged
3,09,16,351	14,23,320	98,0571
7. Nos. of deaths of persons	8. Nos. of deaths of livestock	9. Damaged Flood in-K.M
918	26,654	15,927
10. Damaged band in K.M.	11. Nos. of bridge / Culverts damaged	12. Nos. of educational institutions damaged
4,528	6890	1718
13. Nos. of shelters	14. Nos. of people Sheltered	
2716	10,49,525	

Government Efforts :

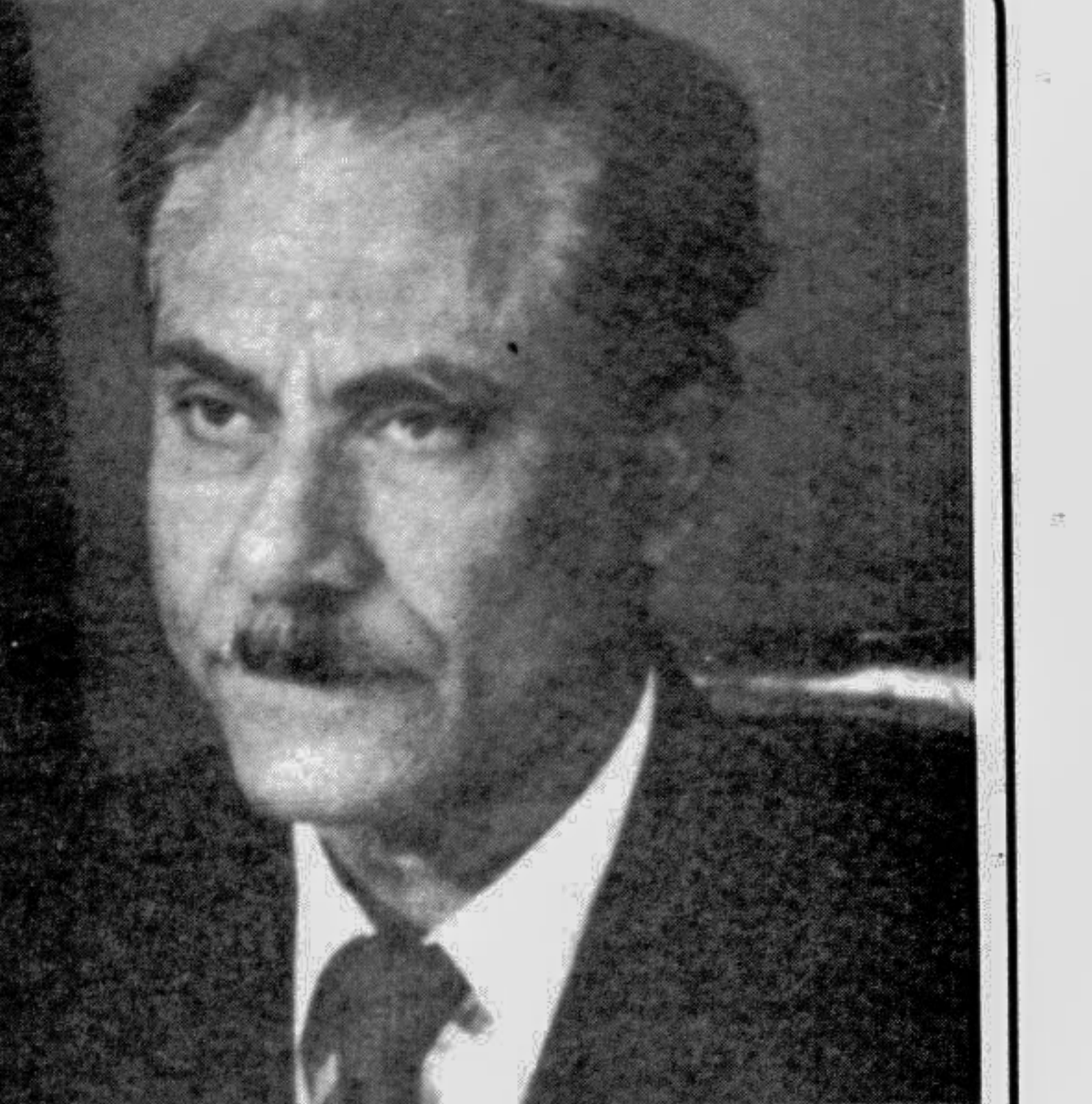
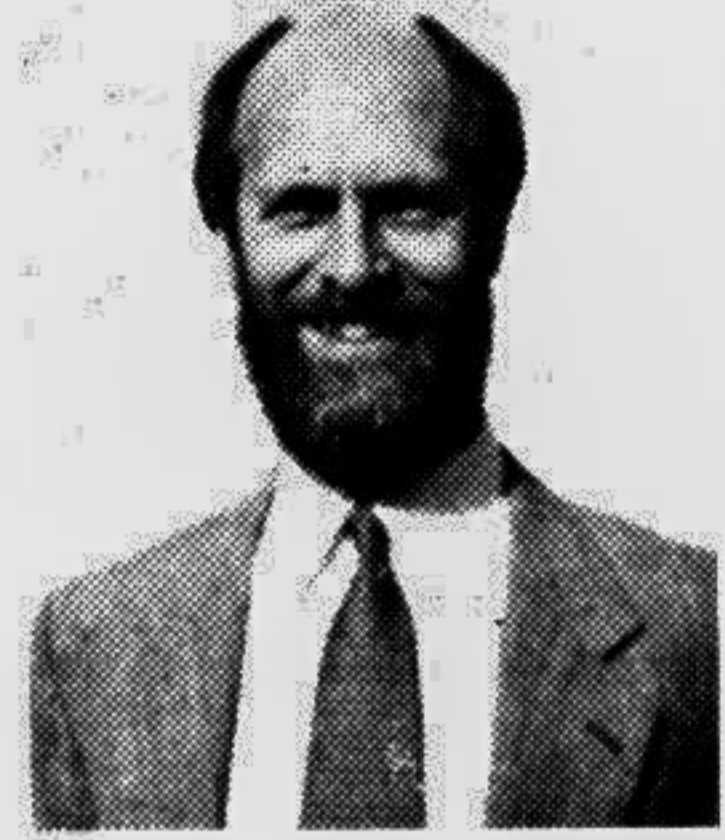
The Government was monitoring and observing flood situation from the beginning of July, 1998. The Prime Minister held meeting of Council Committee & reviewed flood situation from time to time. The Prime Minister's Press Secretary gave press briefing on flood regularly. The State Minister in-charge of the Ministry of Disaster Management & Relief presided over a number of meetings of IMDMCC (Inter-Ministerial Disaster Management Co-ordination Committee) which was attended by Cabinet Secretary, Principal Secretary, Other concerned Secretaries and Heads of Departments. In such meetings held in July, experts from Meteorological Department, SPARRSO & Water Development Board predicted that the country might experience severe flood this year. Such prediction was based on their experience, meteorological data and satellite images. Accordingly, the State Minister in-charge of MDMR asked all measures taken in cash and kind by the Government so far are given below :

Type of Relief materials

Quantity	Allotment made by MDMR	Distributed by DCS	Stock in Hands
Rice	M.Ton 59,374	52,051	7,350
Wheat	M.Ton 1,375	577	274
Biscuit	Tin 9530	8788	1342
Saree	Pcs 1,48,016	1,51,107	19,655
Lungi	Pcs 54,281	49,815	10,811
Taka	6,27,43,540/-	5,08,52,320/-	1,13,30,825/-

The report is based on the information received from the EOC located at MDMR. Along with the relief work, the Government have launched massive rehabilitation and reconstruction programmes. The Prime Minister has appealed to the International organisations for help. Accordingly, Donor countries & Development agencies have come forward to help Bangladesh to come out of this crisis. NGOs and various voluntary organisations are also working hard to rehabilitate the flood affected people. News media, specially-Bangladesh Television, Bangladesh Beter, National Dailies, BSS, BBC & CNN have played significant role by highlighting the flood reports on top priority during the crisis period. We hope we will be able to rebuild our economy by the grace of Almighty.

Information - Natural Disaster Prevention and the Media. The role of media in effective disaster management is undisputed. It extends from "normal" times when information on preparedness can be disseminated, through "during" when warning and precautionary messages can be carried, to "post disaster" when measures to mitigate the suffering can be made available. It has an important role in reporting on the impact of a disaster, the actions being taken to reduce the impact, and the weaknesses in the systems that are in place for better disaster management. The media, both print and electronic, can form partnerships with government agencies and NGOs to promote better disaster management measures. The media has a role to play in disseminating information on what people can do to protect themselves from disasters. It is critical that the media and other channels of information, government as well as non-governmental, continue to disseminate to the public, throughout the year, information that will enhance their preparedness for the inevitable return of floods and cyclones.



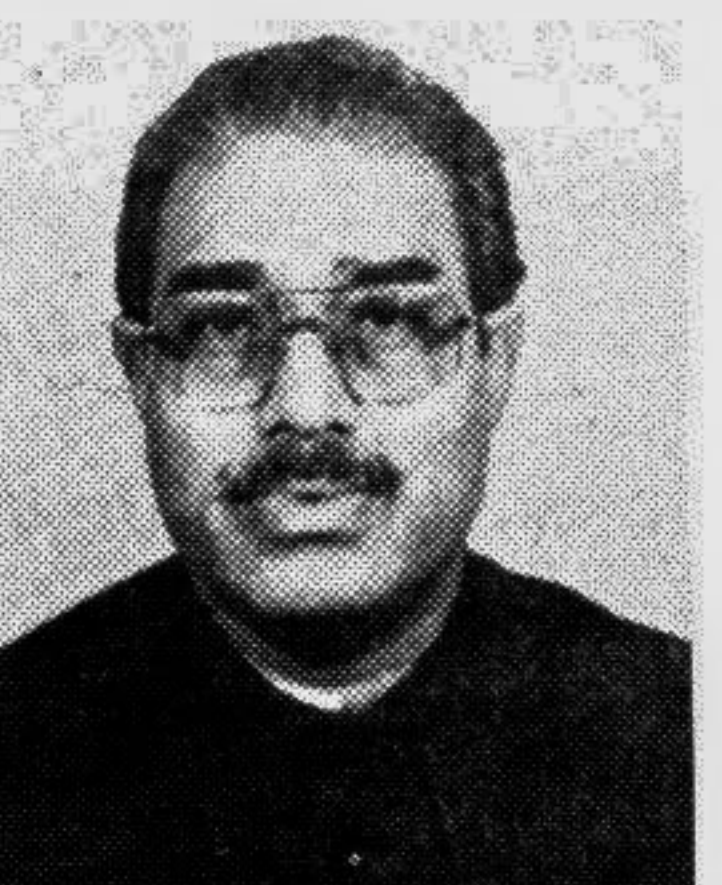
বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবসের প্রতিপাদ্য "প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও গণমাধ্যম" অত্যন্ত প্রাসংগিক ও সমযোচিত বলে আমি মনে করি।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-সংগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব না হলেও পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে তা মোকাবিলা করা সম্ভব। এজন্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলা ও জনগণকে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি সঙ্কে সচেতন করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনের কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



বাণী

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। প্রত্যন্ত প্রান্তিকুলতার চাপে এ দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো অনেক সময় ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। এই প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয় প্রকৃত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। দুর্গত জনগণ, বন্যা, খরা, টর্পেডো-এসবই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশে এসব দুর্যোগের যে কোনো নিষ্পত্তি শিকার হয় প্রায় প্রতি বছর। আমাদের উন্নয়নের ধারা বাধিত করি।

প্রতিরোধের উপাদান হিসেবে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগকালীন কর্মপরিকল্পনা তৈরি, আন্দোলনীয় অপারেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সার্বিক সঙ্কেত এর সংস্কার, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনগত নিশ্চিতির রচনা ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন দেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর / সংস্থা ও এনজিওদের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমন্বিত কর্মসূচিকে জোরদার করবে। এর ফলে দেশে দুর্যোগে বাস্তবায়ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।

বর্তমান সরকার যে কোনো দুর্যোগে জনগণের পাশে এসে তাদের দুর্যোগ লাগবে সব বরকম সহযোগিতা বহিঃপ্রকাশ প্রদান প্রতিশ্রুতিতে উদয়। সরকার এবার বন্যার সংঘটিত মরণকালের ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগে বাস্তবায়ন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও এনজিওদের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

সরকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দেশের স্বাভাবিক মূল জীবনধারণ ফিরিয়ে আনতে বন্যা পরবর্তী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এ সবই দুর্গত জনগণকে সেবা দানে সরকারের অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ। আজ "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক দিবস" সারা বিশ্বে প্রতিপালিত হচ্ছে।

"বছরের বন্যার প্রেক্ষাপটে" আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক দিবস ও দিবসটির জন্য নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণ ও গণমাধ্যম" বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত অর্থবহ। তাই বর্তমান সরকার সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেশের প্রতিটি জেলায় এবং দুর্যোগপ্রবণ সকল থানায় দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের গণমাধ্যম দুর্যোগে বাস্তবায়ন তাদের ভূমিকাকে আরো গতিবর্তনীয় উপলব্ধি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দিবসটির সাফল্য সর্বাংশে কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

তালুকদার আবুল শালেক
প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

Message

The International Day for Natural Disaster Reduction is being celebrated when Bangladesh has just survived yet another flood, the worst in living memory. We mourn the loss of over a thousand lives and, on behalf of the UN System, extend our condolences to the bereaved families and the Government of Bangladesh. We have been particularly concerned over the past weeks about the loss of crops and concurrent loss of employment, combined with extensive damage to infrastructure, and hope that the rural economy will soon recover, and people will be able to return to work and feed themselves. The Government is doing everything in its limited capacity to provide relief to those worst affected, often the poorest who have no means to support themselves. Bangladesh's development partners, including the UN System, have already committed extensive assistance in support of the Government's effort, and are ready to address rehabilitation needs by giving high priority to flood affected areas in their assistance programmes. Bangladesh, as a nation, has shown the world that it has developed the capacity to cope with natural disasters, and though there is still room for improvement, today, we can commend the people, the NGOs, the district personnel and other local gov-

ernments, through 'during' when warning and precautionary messages can be carried, to 'post disaster' when measures to mitigate the suffering can be made available. It has an important role in reporting on the impact of a disaster, the actions being taken to reduce the impact, and the weaknesses in the systems that are in place for better disaster management. The media, both print and electronic, can form partnerships with government agencies and NGOs to promote better disaster management measures. The media has a role to play in disseminating information on what people can do to protect themselves from disasters. It is critical that the media and other channels of information, government as well as non-governmental, continue to disseminate to the public, throughout the year, information that will enhance their preparedness for the inevitable return of floods and cyclones.